

# রোযা ও যাকাতের মাআয়েন



তানজীল আরেফীন আদনান

রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

তনজীল আরেফীন আদনান





## ভূমিকা

রোযা ও যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ফরজ বিধান। বিশেষত রমযান মাসের রোযা এতটা মহিমাযিত একটি আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার অতীতের সকল গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমান এবং ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রেখে রমযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮)

দীর্ঘ এগারো মাস আমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নফসকে মোটা বানিয়ে ফেলি। ফলে ইবাদাতের স্বাদ পাই না। রমজানের এই এক মাসে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করে, পানাহার, স্ত্রী-সঙ্গ এসব থেকে দূরে থেকে, বেশি বেশি ইবাদাতের মাধ্যমে নফসকে আবারও পরিশুদ্ধ করা হয়।

আর যাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধনীদের সম্পদ দ্বারা গরিব মুসলমানরা যেন স্বাবলম্বি হতে পারে। তাদের আর্থিক দুর্দশা দূর হতে পারে।

কিন্তু এই দুটি আমল দৈনন্দিন না হওয়ায় এর ব্যাপারে অনেকেই অসতর্ক থাকেন। অনেক মাসআলা জানার পরেও চর্চা না থাকায় ভুলে যান অনেকেই। তাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এক মলাটে এই দুই বিষয়ের মৌলিক ও জরুরি মাসআলাগুলো নিয়ে আসা। যাতে পাঠক সহজেই মাসআলাগুলো জানতে পারে, এবং বারবার তা মুখে আওড়াতে পারে। কলেবর বড় হওয়ার শঙ্কায় বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাইনি, এবং রোযা-যাকাতের গুরুত্ব-ফজিলত সংক্রান্ত আলোচনাও



## সূচিপত্র

রোযার নিয়ত.....	১৫
অন্তরে বা মৌখিকভাবে রোযার নিয়ত.....	১৫
এক নিয়তে কাযা রোযা ও শাওয়ালের রোযা আদায় করা.....	১৫
কাযা ও নফল রোযার নিয়তের সময়সীমা.....	১৫
যেসব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি.....	১৬
রোযা অবস্থায় সহবাস করা.....	১৬
ইচ্ছাকৃত পানাহার করা.....	১৬
বিড়ি-সিগারেট পান করা.....	১৭
সুবহে সাদিকের পর জেনেশুনে পানাহার ইত্যাদি করা.....	১৭
কাফফারা আদায়ের নিয়ম.....	১৭
একাধিক রোযার কাফফারা.....	১৮
যেসব কারণে শুধু কাযা করতে হয়.....	১৮
ওয়ু-গোসলের সময় পানি গলায় চলে যাওয়া.....	১৮
রোযা অবস্থায় হস্তমৈথুন করা.....	১৯
রোযা অবস্থায় হায়েয-নেফাস শুরু হওয়া.....	১৯
মস্তিষ্কে, পেটে, খাদনালিতে ওষুধ চলে যাওয়া.....	২০
সাহরীর সময় বাকি আছে মনে করে সুবহে	
সাদিকের পরে সাহরী খাওয়া.....	২০
সময়ের আগে দেয়া আযান শুনে ইফতার করা.....	২০

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্য ডোবার আগেই ইফতারী করা ...	২১
রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করা .....	২১
বৃষ্টির পানি গলায় চলে যাওয়া .....	২২
পুকুর বা নদীতে গোসলের সময় গলায় পানি চলে যাওয়া .....	২২
রোযা অবস্থায় দাঁতের রক্ত পেটে চলে যাওয়া .....	২২
মেহমানের মন রক্ষার্থে নফল রোযা ভেঙে ফেলা .....	২৩
রোযা অবস্থায় ইনহেলার নেয়া .....	২৩
যেসব কারণে রোযা ভাঙে না .....	২৩
ভুলে পানাহার করা .....	২৪
চোখে সুরমা লাগানো .....	২৪
রাতে সহবাস করা অথবা স্বপ্নদোষ হওয়া .....	২৪
স্ত্রীকে চুমু দেওয়া .....	২৫
অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করা .....	২৫
রোযা অবস্থায় অনিচ্ছায় অল্প পরিমাণ বমি মুখে চলে আসা .....	২৫
তেল ব্যবহার করা .....	২৬
যৌন চিন্তার কারণে বীর্যপাত হওয়া .....	২৬
অনিচ্ছাকৃত মশা-মাছি গলায় চলে যাওয়া .....	২৬
রমযানে দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হওয়া .....	২৭
চোখের দু-এক ফোটা পানি মুখে যাওয়া .....	২৭
রোযা অবস্থায় অচেতন হয়ে যাওয়া .....	২৭
রোযা অবস্থায় রক্ত দেয়া .....	২৭
রোযা অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করা .....	২৮
রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো .....	২৮
রোযা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহার করা .....	২৮
রোযা অবস্থায় কানে পানি ঢোকা .....	২৯
রোযা অবস্থায় টিকা বা ইঞ্জেকশন নেয়া .....	২৯
রোযা অবস্থায় ইনসুলিন নেয়া .....	২৯
পেশাবের সমস্যার কারণে ক্যাথেটার ব্যবহার করা .....	২৯
রোযা অবস্থায় এন্ডোস্কপি করা .....	৩০

নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করা .....	৩০
ভেন্টোলিন ইনহেলার ব্যবহার করা .....	৩০
দাঁতে লেগে থাকা খাবার গিলে ফেলা.....	৩১
যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে .....	৩১
১. মুসাফির .....	৩১
সফরে রোযা না রাখা .....	৩১
সফরে রোযা রেখে ভেঙে ফেলা.....	৩১
মুকিম অবস্থায় সফর শুরু করে রোযা ভাঙা .....	৩২
দিনের বেলা মুকিম হওয়া.....	৩২
দিনের বেলা পবিত্র হওয়া.....	৩২
২. অসুস্থ ব্যক্তি.....	৩৩
অসুস্থতায় রোযা ভাঙা .....	৩৩
৩. গর্ভবতী .....	৩৩
গর্ভাবস্থায় রোযা রাখা .....	৩৩
৪. দুগ্ধদানকারিনী.....	৩৩
দুগ্ধদানকারী মহিলার রোযা.....	৩৩
৫. দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি.....	৩৪
বৃদ্ধ ব্যক্তির রোযা .....	৩৪
রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ .....	৩৪
রোযা অবস্থায় কুলিতে গড়গড়া করা, নাকের গভীরে পানি পৌঁছানো ...	৩৪
শিক্ষা লাগিয়ে বা রক্ত দান করে দুর্বল হয়ে যাওয়া.....	৩৪
টুথপেস্ট বা মাজন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা .....	৩৫
যেসব কাজ রোযাদারের জন্য মাকরুহ নয় .....	৩৫
রোযা অবস্থায় শিশুকে খাবার চিবিয়ে খাওয়ানো .....	৩৫
সুরমা লাগানো.....	৩৬
মিসওয়াক করা .....	৩৬
কাঁচা ডাল বা ভেজা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা .....	৩৬

## | রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

শাওয়ালের রোযা .....	৩৭
কাযা রোজা আদায় না করেই শাওয়ালের রোযা রাখা .....	৩৭
মান্নতের রোযা .....	৩৭
‘কয়েকদিন’ রোযা রাখার মান্নত করা .....	৩৭
ইতিকাফ .....	৩৭
রমজানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ অবস্থায় রোযা ভেঙে ফেলা .....	৩৭
সুন্নত ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত .....	৩৮
ইতিকাফের মান্নত করা .....	৩৮
আশুরার রোযা .....	৩৮
আশুরার রোযার তারিখ .....	৩৮
ফিদয়া .....	৩৯
অসুস্থতায় ফিদয়া দেয়া .....	৩৯
একাধিক ব্যক্তিকে ফিদয়া দেওয়া .....	৩৯
ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করার সুযোগ না পাওয়া .....	৩৯
ফিদয়া দেওয়ার সামর্থ্য না থাকা .....	৪০
সদকায়ে ফিতর .....	৪০
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত .....	৪০
সদকায়ে ফিতর কাদের ওপর ওয়াজিব .....	৪০
সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ .....	৪০
প্রবাসীদের সদকায়ে ফিতর .....	৪১
চাল দিয়ে সদকায়ে ফিতর আদায় .....	৪১
সদকায়ে ফিতর আদায়ের সময় .....	৪১
একটি সদকায়ে ফিতর একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়া .....	৪২
বিবিধ মাসআলা .....	৪২
পরীক্ষার ওয়ূহাতে রোযা না রাখা .....	৪২

নাবালেগ সন্তান ছেলে-মেয়ে রোযা রেখে ভেঙে ফেলা.....	৪২
সাহরী না খেয়েই রোযা রাখা .....	৪৩
সফরে রোযা নিয়ে একটি ভুল কথার প্রচলন .....	৪৩
যাকাত .....	৪৩
যাকাতের নিয়ত .....	৪৩
নিসাবের বিবরণ.....	৪৪
যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরয নয় .....	৪৫
সং মাকে যাকাত দেওয়া .....	৪৬
যাকাতগ্রহীতাকে যাকাতের কথা না বলেই যাকাত দেয়া.....	৪৬
ঋণ নিয়ে যাকাত দেয়া .....	৪৭
যাকাতের যোগ্য ভেবে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া.....	৪৭
যাকাতের উপযুক্ত যারা .....	৪৭
সন্তানকে যাকাত দেয়া .....	৪৮
নিজের যাকাতের টাকায় সন্তানকে পড়ানো .....	৪৮
অমুসলিমকে যাকাত দেয়া .....	৪৮
ডায়মন্ডের যাকাত .....	৪৯
স্বর্ণ-রূপার যাকাত.....	৪৯
যাকাতের নিয়তে ঋণগ্রহীতাকে মাফ করে দেয়া.....	৪৯
নাবালেগের সম্পদে যাকাত .....	৫০
যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা খরচ দেয়া.....	৫০
একসাথে কয়েক বছরের যাকাত অগ্রিম দিয়ে দেয়া .....	৫০
অনুমান করে যাকাত দেয়া .....	৫০
বাড়ি নির্মাণের জন্য জমা টাকায় যাকাত .....	৫১
অমুসলিমকে যাকাত দেয়া .....	৫২
হজ বা ওমরার জন্য জমাকৃত টাকায় যাকাত .....	৫২
নিজ এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় যাকাত দেয়া .....	৫২
পাওনা টাকার যাকাত .....	৫৩
ব্যবহৃত গাড়িতে যাকাত .....	৫৩

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

স্বর্ণের বর্তমান বাজারমূল্য হিসেবে যাকাত দেওয়া .....	৫৩
একটি ভুল ধারণা: যাকাত কি শুধু রমযান মাসে আদায় করতে হয়?.....	৫৩
কল-কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যাকাত.....	৫৪
বকেয়া বেতনে যাকাত .....	৫৪
ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা গাড়ি বা মোবাইলে যাকাত.....	৫৪
শাড়ি-লুঙ্গি দিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাত দেয়া .....	৫৫
যাকাতের টাকা হারিয়ে যাওয়া.....	৫৫
ভাড়া দেওয়া বাড়ির যাকাত.....	৫৬
উন্মুক্ত পাঠাগার, মাকতাবায় যাকাতের টাকা দিয়ে বই-পত্র ক্রয় করে দেয়া.....	৫৬
সমিতির সমষ্টিগত টাকায় যাকাত .....	৫৬
অ্যাডভান্স ভাড়ায় যাকাত.....	৫৬
ফিল্ড ডিপোজিটে যাকাত.....	৫৭
হারাম সম্পদের যাকাত .....	৫৮
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহারিক আসবাবের যাকাত.....	৫৮
যাকাতের মাল চুরি হয়ে যাওয়া.....	৫৮
রেন্ট-এ কারের যাকাত .....	৫৮
যাকাতের টাকায় বেতন-বোনাস .....	৫৯
ব্যাংক গ্যারান্টি মানি.....	৫৯
ব্যাংক লোন.....	৬০
বায়নানামার টাকা .....	৬০
বাজেয়াপ্ত টাকার যাকাত.....	৬০
সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টের যাকাত .....	৬০
ডিপিএসে (DPS) যাকাত .....	৬১
বিমার (Insurence) জন্য জমাকৃত টাকায় যাকাত .....	৬১
টিভি-ভিসিআর ইত্যাদিতে যাকাত .....	৬১
যেসব ব্যবহারিক সম্পদের যাকাত ফরজ নয় .....	৬২
ব্যবহারিক কাপড়ে যাকাত .....	৬২
প্লটের যাকাত.....	৬২

লাইব্রেরির বইয়ে যাকাত.....	৬৩
ব্যক্তিগত বইয়ের যাকাত.....	৬৩
সিএনজি ও ফিলিং স্টেশনের যাকাত .....	৬৩
ইমিটেশনের অলংকারে যাকাত .....	৬৪
বন্ধক থাকা সম্পদের যাকাত.....	৬৪
পোল্ট্রি ফার্মের যাকাত .....	৬৪
গৃহপালিত হাঁস-মুরগি ও পাখির যাকাত.....	৬৬
গৃহপালিত গরু-ছাগল-মহিষের যাকাত.....	৬৬
খামারের গরুর যাকাত .....	৬৬
ডেইরি ফার্মের যাকাত.....	৬৭
মাছের খামারের যাকাত.....	৬৭
পশু-পাখির খাবারের যাকাত.....	৬৭
জনকল্যাণমূলক সংস্থায় যাকাত দেওয়া .....	৬৭
রোযা সংক্রান্ত শয়তানের ধোঁকা .....	৬৮
নফল রোজায় ধোঁকা: .....	৭৬
যাকাত সংক্রান্ত শয়তানের ধোঁকা .....	৮২





## রোযার নিয়ত

### অন্তরে বা মৌখিকভাবে রোযার নিয়ত

**মাসআলা:** রমযান মাসে প্রত্যেক রোযার জন্য নিয়ত করা আবশ্যিক হলেও মৌখিক নিয়ত করা জরুরি নয়; বরং শুধু অন্তরে রোযার সংকল্প করাই যথেষ্ট। এমনকি রোযার জন্য সাহরী খেলেও রোযার নিয়ত হয়ে যায়। কারণ স্পষ্টভাবে রোযা না রাখার নিয়ত না থাকলে সাহরী খাওয়ার দ্বারা রোযার নিয়তই ধরা হবে। তাই কেউ যদি মনে মনে রোযা রাখার ইচ্ছা করে থাকে, কিংবা সাহরী খেয়ে থাকে তাতেই তার রোযার নিয়ত হয়ে যাবে, এবং রোযাও সহীহ হয়ে যাবে।<sup>[১]</sup>

### এক নিয়তে কাযা রোযা ও শাওয়ালের রোযা আদায় করা

**মাসআলা:** রমযানের কাযা রোযা এবং শাওয়ালের ছয় রোযা একত্রে নিয়ত করলে শুধু রমযানের কাযা রোযা আদায় হবে, শাওয়ালের ছয় রোযা আদায় হবে না। শাওয়ালের ছয় রোযা রাখতে হলে পৃথকভাবে শুধু এর নিয়তে রোযা রাখতে হবে।<sup>[২]</sup>

### কাযা ও নফল রোযার নিয়তের সময়সীমা

**মাসআলা:** কাযা রোযা রাখার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা জরুরি। আর নফল রোযা রাখার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা জরুরি নয়; বরং শরয়ী অর্ধ দিন অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে নিয়ত সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ের আগে আগে

[১] আল-বাহরুর রায়েক ২/২৫৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫; রাদ্দুল মুহতার ২/৩৭৭

[২] বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৮; আদুররুল মুখতার ২/২৭৯; ফাতুল্লা কাদীর ২/২৪৮; আল-মুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৭

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

নিয়ত করাই যথেষ্ট। এখানে নিয়ত বলতে মুখে উচ্চারণ করা বোঝানো হয়নি। কারণ মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা আবশ্যিক নয়। এমন অবস্থা তখনই হয় যখন কেউ সেহেরীর জন্য উঠতে না পেরে না খেয়েই রোযা রাখবে কি রাখবে না দ্বিধায় পড়ে যায়। ফলে তখন অন্তরেও রোযার নিয়ত স্পষ্ট থাকে না। তাই নফল রোযা হলে অর্ধ দিনের আগে রোযার নিয়ত করে ফেললেই হবে। তবে কাযা রোযা হলে কাযা আদায় হবে না।<sup>[৩]</sup>

## যেসব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি

### রোযা অবস্থায় সহবাস করা

**মাসআলা:** রমযানে রোযা রেখে দিনে স্ত্রী সহবাস করলে বীর্ষপাত না হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর কাযা ও কাফফারা জরুরি হবে। একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমি রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর কাফফারা আবশ্যিক করেছিলেন।<sup>[৪]</sup>

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে (যে স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল) কাফফারা আদায়ের সাথে কাযা আদায়েরও আদেশ করেছিলেন।<sup>[৫]</sup>

বিখ্যাত তাবেয়ী আতা রহ. বলেন, ‘স্বামী-স্ত্রী যখন মিলিত হয় তখন তাদের রোযা ভেঙ্গে যায়।’<sup>[৬]</sup>

### ইচ্ছাকৃত পানাহার করা

**মাসআলা:** রোযা রেখে কোনো প্রকার শরীয়তসম্মত ওয়র ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে। এক ব্যক্তি রমযানে রোযা রেখে (ইচ্ছাকৃতভাবে) পানাহার করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৩] কিতাবুল আছল ২/১৬৪; শরহ মুখতাসারিত তাহাবী ২/৪০১; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৩; দুরাফুল হক্কাম ১/১৯৭; মারাকিল ফালাহ পৃ. ৩৫২; তাবরীনুল হাকায়েক ২/১৫১

[৪] সহীহ বুখারী ৬৭০৯; জামে তিরমিধী ৭২৪; মুসান্নাফ আবদুর রযযাক ৭৪৫৭; মুসনাদে আহমদ ২/২৪১

[৫] মুসান্নাফ আবদুর রযযাক ৭৪৬১

[৬] প্রাগুক্ত ৭৪৬৭

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা ভেঙ্গে দেয় তাহলে নতুন করে রোযা রাখা শুরু করবে।<sup>[151]</sup>, <sup>[152]</sup>

### একাধিক রোযার কাফফারা

**মাসআলা:** কেউ একাধিক রোযা বিনা ওজরে ভেঙে ফেললে সেগুলোর জন্য একটি কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাফফারা আদায় করা লাগবে না। তবে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে রোযা কাযা করতে হবে।<sup>[153]</sup> আর মনে রাখতে হবে, শরয়ী ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত রমযানের রোযা ছেড়ে দেওয়া অনেক বড় গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، وَلَا مَرَضٍ  
لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

যে ব্যক্তি সফর বা অসুস্থতা ছাড়া রমযানের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিবে সে পুরো জীবন রোযা রাখলেও ওই রোযার হক আদায় হবে না।<sup>[154]</sup>

## যেসব কারণে শুধু কাযা করতে হয়

### ওযু-গোসলের সময় পানি গলায় চলে যাওয়া

**মাসআলা:** রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবেও গলার ভেতরে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যায়। তবে এমন ক্ষেত্রে রমযানের সম্মানে ইফতার পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক। এ জন্য শরীয়তের বিধান হলো, রোযা অবস্থায় ওযু বা গোসলে গড়গড়া করে কুলি করার প্রয়োজন নেই।<sup>[155]</sup>

[151] আলমুহাজ্জা ৪/৩৩১

[152] মুসাম্মাফে আবদুর রাযযাক, ১১৫০৯; কিতাবুল আছল ২/১৫৮, ১৬০; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২৭৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৫/১৭৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬১; রদ্দুল মুহতার ২/৪০৯; আল-বাহরুর রায়েক ২/২৭৭

[153] কিতাবুল আছল ২/১৫৩; আল-মাবসূত, সারাখসী ৩/৭৫; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ১/১০৩; মারাকিল ফালাহ পৃ. ৩৬৭; আব্দুররুল মুখতার ২/৪১৩

[154] মুসাম্মাফে ইবনে আবী শাহবা, বর্ণনা ৯৮৯৩

[155] মুসাম্মাফে ইবনে আবী শাহবা, বর্ণনা ৯৫৮০; কিতাবুল আছল ২/১৫০ বাদায়েউস সানায়ে ২/২৩৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২৮; ফাতুল কাদীর ২/২৮২

লাকিত ইবনে সাবিরার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً

‘তোমরা (অযু-গোসলে) ভালোভাবে নাকে পানি দাও তবে রোযা অবস্থায় নয়।’<sup>[১৬]</sup>

সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর অভিমত হলো, ‘রোযা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তা কাযা করতে হবে। অযু ফরয নামায়ের জন্য হোক বা নফল নামায়ের জন্য।’<sup>[১৭]</sup>

### রোযা অবস্থায় হস্তমৈথুন করা

**মাসআলা:** হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। মহিলাদের সমকামিতায় (যা হারাম) শুক্রক্ষরণ ঘটলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। হাদীস শরীফে কামিচ্ছা চরিতার্থ থেকে বিরত থাকাকে রোযার অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ওই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জান। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের চেয়েও বেশি প্রিয় (আল্লাহ তাআলা বলেন) রোযাদার আমার জন্য পানাহার করা থেকে এবং কামিচ্ছা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকে।<sup>[১৮]</sup>

### রোযা অবস্থায় হায়েয-নেফাস শুরু হওয়া

**মাসআলা:** রোযা অবস্থায় হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। পরে তা কাযা করতে হবে।

যে হায়েযা মহিলা সুবহে সাদিকের পর পবিত্র হয়েছে তার সম্পর্কে হাসান বসরী রহ. বলেন, সে অবশিষ্ট দিন আহার করা থেকে বিরত থাকবে। (অর্থাৎ রোযার মর্যাদা রক্ষার্থে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে)।<sup>[১৯]</sup>

ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-ও বলেছেন, সে আহার করা থেকে বিরত থাকবে,

[১৬] সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ২৩৬৩ সুনানে তিরমিযী হাদীস : ৭৮৫

[১৭] মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক হাদীস : ৭৩৮০; ইবনে আবী শহীবা ৯৮৪৪-৯৮৪৭

[১৮] সহীহ বুখারী ১/২৫৪

[১৯] মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হাদীস : ৯৪৩২

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

যাতে (রমযানের দিবসে পানাহারের কারণে) অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়।<sup>[২০]</sup>

### মস্তিষ্কে, পেটে, খাদ্যনালিতে ওষুধ চলে যাওয়া

**মাসআলা :** মাথার যখনে ওষুধ লাগালে ওষুধ যদি মস্তিষ্কে চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে এমন স্থানে ওষুধ লাগাতে হলে পরে সে রোযা কাযা করে নিতে হবে।

\* পেটের ক্ষতে ওষুধ লাগালে যদি ওষুধ পেটের ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে এমন ক্ষতে ওষুধ লাগালে পরে সে রোযার কাযা করে নিতে হবে।

\* নাকে ওষুধ বা পানি দিলে তা যদি খাদ্যনালিতে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে।

\* গুহ্যদেশের ভেতর ওষুধ বা পানি ইত্যাদি গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, শরীর থেকে (কোনো কিছু) বের হলে অযু করতে হয়, প্রবেশ করলে নয়। পক্ষান্তরে রোযা এর উল্টো। রোযার ক্ষেত্রে (কোনো কিছু শরীরে) প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়, বের হলে নয় (তবে বীর্যপাতের প্রসঙ্গটি ভিন্ন)।<sup>[২১]</sup>

### সাহরীর সময় বাকি আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে সাহরী খাওয়া

**মাসআলা:** কেউ যদি সুবহে সাদিকের পরে সাহরীর সময় বাকি আছে মনে করে সাহরী করে, তাহলে তার রোযা সহীহ হবে না। পরে এই রোযার কাযা আদায় করতে হবে। তবে কাফফারা আদায় করতে হবে না। উল্লেখ্য, এ ধরনের ক্ষেত্রে রোযা সহীহ না হলেও পুরো দিন রোযা অবস্থায় থাকতে হবে।<sup>[২২]</sup>

### সময়ের আগে দেয়া আযান শুনে ইফতার করা

**মাসআলা:** কখনো কখনো এমন হয়, ইফতারির সময় হওয়ার পূর্বেই মুআযযিন

[২০] মুসাম্মাফ ইবনে আবী শায়বা, হাদীস : ৯৪৩৪

[২১] সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৪/২৬১

[২২] কিতাবুল আসল ২/১৮৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৬

রোগীর কর্তব্য হলো, বিষয়টি তার চিকিৎসক থেকে বুঝে নেওয়া এবং সম্ভব হলে রোযা অবস্থায় তা ব্যবহার না করা।

অবশ্য যদি কোনো রোগীর অবস্থা এত জটিল হয় যে, ডাক্তার তাকে অবশ্যই দিনেও ওষুধটি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে ওই রোগীর এ সময়ে ইনহেলার ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে রোযা কাযা করে নিবে।

## দাঁতে লেগে থাকা খাবার গিলে ফেলা

**মাসআলা:** দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবারের পরিমাণ যদি ছোলা-বুটের চেয়ে কম হয় তাহলে তা ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললেও রোযা নষ্ট হয় না। আর যদি তা পরিমাণে ছোলা-বুটের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।<sup>[৫৬]</sup>

## যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে

### ১. মুসাফির

#### সফরে রোযা না রাখা

**মাসআলা:** মুসাফিরের জন্য সফরের হালতে রোযা না রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে অস্বাভাবিক কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। আর অস্বাভাবিক কষ্ট হলে রোযা রাখা মাকরুহ। এ অবস্থায় রোযা না রেখে পরে তা কাযা করে নিবে। আছিম রহ. বলেন, হযরত আনাস রা.-কে সফরকালে রোযা রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘যে রোযা রাখবে না সে অবকাশ গ্রহণ করল। আর যে রোযা রাখল সে উত্তম কাজ করল।’<sup>[৫৭]</sup>

#### সফরে রোযা রেখে ভেঙে ফেলা

**মাসআলা:** সফরের হালতে নিয়ত করে রোযা রাখা শুরু করলে তা আর ভাঙ্গা জায়েয নয়। কেউ ভেঙে ফেললে গুনাহগার হবে। তবে কাফফারা আসবে না।

[৫৬] আল-মাবসূত, সারাখসী ৩/৯৩; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৫; বাদায়েউস সনায়ে ২/২৩৮; মুখতারাতুন নাওয়ামিল ১/৪৭৩; আযযাখীরাতুল বুরহানিয়া ৩/৫৮; মাজমাউল আনহর ১/৩৬২; আল-বাহরর রায়েক ২/২৭৩

[৫৭] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/১৩২

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

শুধু কাযাই যথেষ্ট।<sup>[৫৮]</sup> হযরত আনাস রা. বলেন, ‘কেউ রোযা রেখে সফরে বের হলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যদি পিপাসার কারণে প্রাণ চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গতে পারবে, পরে তা কাযা করবে।

### মুকিম অবস্থায় সফর শুরু করে রোযা ভাঙা

**মাসআলা:** মুকিম অবস্থায় রোযা শুরু করার পর সফরে বের হয়ে সাধারণ কষ্টের কারণে রোযা ভাঙা জায়েয নয়। তবে কখনো রোযা রাখা যদি অস্বাভাবিক কষ্টকর হয়ে যায় এবং পানাহার না করলে অসুস্থ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তখন রোযা ভাঙা জায়েয। এ হুকুমটি সকল রোযাদারের জন্যই প্রযোজ্য। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, যখন রমযান মাসে কোনো ব্যক্তি রোযা রাখে, অতপর সফরের ইচ্ছায় বাহির হয়, তবে সে যেন ওই দিন রোযা না ভাঙে। অবশ্য তার যদি অধিক পিপাসিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে এবং পরবর্তীতে এর কাযা করে নিবে।<sup>[৫৯]</sup>

### দিনের বেলা মুকিম হওয়া

**মাসআলা:** মুসাফির সফরের কারণে রোযা রাখেনি, কিন্তু দিন শেষ হওয়ার আগেই মুকিম হয়ে গেল। তাহলে দিনের অবশিষ্ট সময় রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। তবে পরবর্তী সময়ে এ রোযার কাযা অবশ্যই করতে হবে। ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, যে মুসাফির রমযানের দিনে (সফরের হালতে) খানা খেয়েছে সে মুকিম হয়ে গেলে দিনের বাকি অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকবে।<sup>[৬০]</sup>

### দিনের বেলা পবিত্র হওয়া

**মাসআলা:** রমযানের দিনে হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হলে অবশিষ্ট দিন রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরি। তবে উক্ত ওযরে ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর সাথে এ দিনের রোযাও কাযা করবে। হযরত হাসান

[৫৮] বাদায়িউস সানায়ে, ২/২৪৬; আল-মুহিতুল বুরহানী, ৩/৩৫৮; ফাতহুল কাদীর, ২/২৮৪

[৫৯] মুসাম্মাফ আবদুর রাযযাক ৪/২৭০, হাদীস : ৭৭৬৬; উমদাতুল কারী ১১/৪৩; রাদ্দুল মুহতার ২/৪৩১; ফাতহুল কাদীর ২/২৮৪; আলবাহরুর রায়েক ২/২৯০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬; বাদায়িউস সানায়ে ২/২৪৫

[৬০] মুসাম্মাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/২২১

## ৫. দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি

### বৃদ্ধ ব্যক্তির রোযা

**মাসআলা:** যে বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির রোযা রাখার সামর্থ্য নেই এবং পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই এমন ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করবে।<sup>[৬৪]</sup>

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ছাবেত বুনানী রহ. বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. যখন বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না তখন তিনি রোযা না রেখে (ফিদইয়া) খাবার দান করতেন।<sup>[৬৫]</sup>

ইকরামা রহ. বলেন, “আমার মা প্রচণ্ড তৃষ্ণা-রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে আমি তাউস রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘প্রতি দিনের পরিবর্তে মিসকীনকে এক মুদ (আধুনিক হিসাবে ১ কেজি ৬৩৬ গ্রাম) পরিমাণ গম প্রদান করবে’।<sup>[৬৬]</sup>

## রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ

### রোযা অবস্থায় কুলিতে গড়গড়া করা, নাকের গভীরে পানি পৌঁছানো

**মাসআলা:** কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় ওপরের দিকে পানি পৌঁছানো মাকরুহ। হযরত লাকিত ইবনে সবীরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নাকে পানি দেওয়ার সময় ভালোভাবে নাকে পানি দাও, তবে রোযাদার হলে নয়।<sup>[৬৭]</sup>

### শিঙ্গা লাগিয়ে বা রক্ত দান করে দুর্বল হয়ে যাওয়া

**মাসআলা :** এমন কাজ করা মাকরুহ, যার দ্বারা রোযাদার নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন শিঙ্গা লাগানো। রোযা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে বা

[৬৪] সূরা বাকারা: ১৮৪

[৬৫] মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক হাদীস : ৭৫৭০

[৬৬] আবদুর রাযযাক হাদীস : ৭৫৮১

[৬৭] জামে তিরমিযী, হাদীস: ৭৬৬; সুনানে আবু দাউদ ১/৩২২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হাদীস: ৯৮৪৪

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

নফসকে আবারও পরিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু নফসকে পরিশুদ্ধ করার বদলে নফস যদি আরও প্রবৃত্তির অনুসরণে হারিয়ে যায়, তাহলে রোজার উদ্দেশ্য ঠিক থাকল না।

রমজান মাসে ইফতার ও সাহরিতে এত পরিমাণ খাওয়া হয় যেন, এই এক মাস পানাহার ত্যাগের নয়; বরং পানাহার বৃদ্ধির মাস। কেউ কেউ যুক্তি দেখান, রমজানের বরকতে আল্লাহ তাআলা রিযিকে বরকত দেন। আবার কেউ বলেন, ইফতার ও সেহরিতে দামি দামি খাবার খাওয়া হয় রমজানেরই সম্মানার্থে। এসবগুলোই শয়তানের খোঁকা।

আনাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের আগে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক টোক পানি খেয়ে নিতেন।<sup>[১৮৪]</sup>

আবদুল্লাহ বিন আবি আউফ রা. থেকে বর্ণিত, ‘রোজায় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। সূর্যাস্তের সময় তিনি একজনকে ডেকে বললেন, ছাতু ও পানি মিশিয়ে ইফতার পরিবেশন করো।<sup>[১৮৫]</sup>

আমাদেরও যে এভাবে ইফতার করতে হবে তা শর্ত নয়। আমরা এখানে ইফতার সাদাসিধা হওয়ার ধরন বোঝাচ্ছি শুধু। তবে সাহাবায়ে কেলাম, তাবিয়ীন, তাবি-তাবিয়ীন ও আসলাফদের যুগেও ইফতার ছিল সাদাসিধা। আমাদের এ যুগে এসে ইফতার হয়ে গেছে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানের মতো। ফলে রোযা রেখে প্রবৃত্তি দমন তো দূরের কথা, বাহারি ইফতার খেয়ে আরও বেশি পেটপূজা হয়ে যায়, যা রোযা ছাড়া অন্য মাসেও হয় না। সবাই যেন রোযার অপেক্ষায় থাকে যে, রোযা এলেই বাহারি খানার পসরা সাজানো হবে। এবং এটাকে অনেকে রোযার বরকত ভেবে বসে থাকে! তো সাদাসিধা ইফতার করে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেলাম এবং আসলাফগণ বরকত থেকে মাহরুম থেকেছেন!

সারাদিন খালিপেট থাকার পর ইফতারে এমন বাহারি আয়োজন যেমন শরীয়তের দৃষ্টিতে অপচয়ের কাতারে পড়ে, তেমনইভাবে চিকিৎসার আলোকেও এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

[১৮৪] সুনানে তিরমিযী, ৬৯৬; সুনানে ইবনু মাজাহ, ২০৬৫

[১৮৫] সহীহ মুসলিম, ১০৯৯

রোজা আসলেই ইফতারিতে হরেক রকমের ভাজাপোড়া, রুহ আফজা, কাবাব, পুরোনো ঢাকার অসংখ্য রকমের ইফতারী ছাড়া যেন আমাদের ইফতারিই হয় না। এতে দিল আমলের জন্য নরম হওয়া তো দূরের কথা, আমল থেকে আরও দূরে সরে যায়। আমাদের আকাবিরদের আমল ছিল তাঁরা ইফতারির পর মাগরিবের নামাজ পড়ে দীর্ঘ রাকাত বিশিষ্ট আওয়াবিন নামাজ পড়তেন। এরপর তারাবির আগে সামান্য সময় বিশ্রাম করতেন। তারাবির পর আবার দীর্ঘ নামাজ শুরু করতেন। আর আমরা এত বেশি পরিমাণ ইফতারি খাই যে, ইফতারির পর কোনোরকম মাগরিবের নামাজ পড়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিই। আমাদের রোজা যদি এমন হয়, তাহলে এই রোজা কখনোই শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়াবে না।

কেউ কেউ এই ভারি ইফতারির কারণে তারাবীতে শরীক হতে পারেন না। আবার কেউ কোনোরকম তারাবীটা পড়তে পারলেও বাসায় ফিরেই আর শরীরটা ধরে রাখতে পারেন না। বিছানায় গা এলিয়েই লম্বা ঘুম, সেহরীর শেষ প্রান্তে এসে কোনোরকম সাহরী খেয়ে আবারও ঘুম। ফজরের নামাজ কখনো জামাতে পড়া হয়, আবার কখনো অসুস্থতার অযুহাতে বাসায় একাকী পড়েই ঘুমিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘুম ভাঙে সকাল পেরিয়ে প্রায় দুপুর নাগাদ। তাহলে দীর্ঘ এগারো মাস পর রমজান মাস পেয়ে আমার লাভ কী হলো! আমি তো আগের মতোই প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই চলছি।

এ জন্য রমজান মাসে খাবার-দাবার যত হালকা হবে, আমলের জন্য শরীর তত ফিট থাকবে। উচিত তো ছিল, একজন মুমিনের সারা বছরই খাওয়া-ঘুম হবে পর্যাপ্ত আকারে। রমজান মাসে সে খাওয়া-ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ইবাদাতে বেশি সময় দিবে। কিন্তু এখন হয় উল্টো, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসে খাওয়া আর ঘুমের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। ফলে রমজান মাসে ইবাদাত বেশি করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পাবার বদলে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাঁর থেকে আরও দূরে চলে যাই।

কেউ কেউ আবার শয়তানের উল্টো ধোঁকায় পড়েন। তারা রমজান মাসে এত পরিমাণ যুহুদ অবলম্বন করেন যে, একপর্যায়ে আর আমল করতে পারেন না। মানুষের সহ্য ক্ষমতার সীমা রয়েছে। এ সীমা অবশ্য নির্ধারিত নয়। চেষ্টা করলে

## রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

যায়। অন্য মাসে দেয়া যায় না। এটা ভুল কথা। যাকাতের নেসাব এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তখনই যাকাত আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন রমজান কাছাকাছি থাকলে রমজান পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। এ ব্যাপারে মুফতী তাকী উসমানী হাফি. বলেন,

‘সাধারণত: মানুষ পবিত্র রমায়ান মাসে যাকাত প্রদান করে থাকে। যার কারণ হচ্ছে- হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, পবিত্র রমায়ানে একটি ফরযের সওয়াব সত্তরগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। কাজেই যাকাতও যেহেতু ফরয; অতএব তা রমায়ানে আদায় করা হলে তার সওয়াবও সত্তর গুণ বেশী পাওয়া যাবে। এ কথাটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং এ আগ্রহও প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি কারো ‘সাহেবে নেসাব’ হওয়ার তারিখ জানা থাকে তবে শুধুমাত্র ওই সওয়াবের লক্ষ্যে সে ব্যক্তি রমায়ানকে যাকাত প্রদানের তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে না। বরং তার করণীয় হচ্ছে, ‘সাহেবে নেসাব’ হওয়ার তারিখেই নিজ যাকাতের হিসাব করা। অবশ্য যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এ পন্থাটি অবলম্বন করতে পারে যে, অল্প অল্প করে যাকাত আদায় করতে থাকবে। অবশিষ্ট যা থাকবে সেটা পবিত্র রমায়ান মাসে আদায় করবে। তবে হ্যাঁ, যদি তারিখ মনে না থাকে, তবে তার জন্য পবিত্র রমায়ানের যে কোন তারিখ নির্ধারণ করার অবকাশ আছে। অবশ্য সতর্কতার খাতিরে কিছু বেশি আদায় করবে। যাতে যদি তারিখ অগ্র-পশ্চাৎ করার দরুন কোনো তারতম্য দেখা দেয় সেটাও পুরো হয়ে যায়। অতঃপর একবার যে তারিখ নির্ধারণ করবে পরবর্তীতে প্রতি বৎসর ওই নির্দিষ্ট তারিখেই নিজ যাকাতের হিসাব করবে। আর দেখবে যে, এ তারিখে আমার কি কি মূলধন আছে। ওই তারিখে নগদ টাকাই বা কত আছে? যদি স্বর্ণ-রৌপ্য বিদ্যমান থাকে তাহলে ওই তারিখেরই রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্য [ বিক্রয় মূল্য উদ্দেশ্যে, ক্রয় মূল্য নয়, ] দেখবে, শেয়ার থাকলে সেই তারিখের শেয়ারের মূল্য দেখবে, স্টকের মূল্য লাগাতে চাইলে ওই তারিখেরই স্টকের মূল লাগাতে হবে। আর পরবর্তী প্রতি বৎসর ওই তারিখেই হিসাব করে যাকাত আদায় করা উচিত। সেই তারিখের আগে পিছে করা অনুচিত।’<sup>[১৯১]</sup>

অনেক ব্যক্তি যাকাতের পরিমাণ হিসাব না করে ধারণা করে কিছু পরিমাণ যাকাত

[১৯১] আহকামে যাকাত, মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ও মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী পৃ: ৯০